অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বিনিয়োগ

মুহাম্মদ ফয়সুল আলম

যে কোনো দেশের উন্নয়নে অর্থনৈতিকখাতের গুরুত্ব অনেক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে হবে ইতিবাচক। সুফল যেন পাওয়া যায় দ্রুত ও সুবিধাজনক উপায়ে। এ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার একটি বড়ো উপায় হলো বৈদেশিক বিনিয়োগ। ব্যাবসাবাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে সবদেশেই বাজারে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হয়। যত বেশি প্রতিযোগিতা তত বেশি বাজার সৃষ্টির সাথে মানসম্পন্ন উৎপাদন বাড়বে, সুফল ভোগ করবে দেশের সর্বসাধারণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছে ন সোনার বাংলা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি ও জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ বা মুজিব বর্ষের এই দীপ্ত সময়ে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় আরো জোরদার হয়েছে। দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ বড়ো বেশি উড়ন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে। ৫০ বছর বয়সি দেশটি করোনার ঘাত কাটিয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার তাই ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। সরকারের বিনিয়োগবান্ধব উদ্যোগ এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের যোগান প্রশংসনীয়, এসব উদ্যোগের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক - এডিবির ২০২০ সালের মে মাসে প্রকাশিত member fact sheet এর তথ্য অনুযায়ী, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমেছে ৫০ শতাংশের বেশি এবং এক দশক ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের ওপরেই থাকছে। শুধু তা ই নয়, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের প্রবাহমান সমৃদ্ধির এই ধারাকে প্রশংসা করে বলেছে , ভবিষ্যতেও অর্থনৈতিক ঋণ সহায়তার জন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের পাশে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন সঠিক পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সারা পৃথিবী যখন করোনার ছোবলে আক্রান্ত তখনও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলতি অর্থবছরে ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে জনগণের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণ উৎপাদন সম্ভব হলে মাঠ পর্যায়ে সেই সুফল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আমরা ইতোমধ্যেই একটি সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এমতাবস্থায়, বেসরকারি কিংবা বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে পারলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকলেই সরকার উন্নয়নের অন্য ক্ষেত্রগুলোর দিকে মনোযোগী হতে পারবে। সরকার এসব বিষয় মাথায় রেখে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য, শুল্ক নির্দিষ্টকরণ এবং বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি সুবিধাগুলো বাড়াচ্ছে। সুষমভাবে শিল্পের বিভিন্ন কাঠামো ও নীতির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে দিতে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেসবের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ অন্যতম। এই বিশেষ উদ্যোগের বিভিন্ন দিক এসডিজির ১৭ টি লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবে। বাংলাদেশ শুধু বেসরকারি উদ্যোগ নয়, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় বিভিন্নমুখী প্রস্তাবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কারণ বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের আমদানি ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি পণ্য উৎপাদনে যথেষ্ঠ এগিয়ে। এগুলোর মধ্যে প্লাস্টিক, কাপড়, চামড়া, কৃষির কাঁচামাল, পাট, হিমায়িত খাদ্য (ইলিশ, চিংড়ি), কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প কাগজ, শুঁটকি, পর্যটন। এছাড়া রাসায়নিক ও সফটওয়্যারের মতো নানান শিল্পে বৈদেশিক অথবা বেসরকারি বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে।

বিদেশি বিনি য়োগ আকর্ষণে ইতোমধ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিনিয়োগের প্রধান বাঁধাগুলো কী কী তা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এসব বাঁধা দূর করে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতিও বিনিয়োগবান্ধব করা হয়েছে। এছাড়া ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার বিনিয়োগ বাড়াতে ওই দেশগুলোর জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অ ঞ্চল সংরক্ষণ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে

সারাদেশে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৯ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন এবং ২৮ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে, যেগুলোতে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে এ পর্যন্ত মোট ২১০ জন বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে ২৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে , যার মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মীরসরাই, সোনাগাজী ও সীতাকুন্ড উপজেলায় ৩০ হাজার একর জমিতে পরিকল্পিত ও আধুনিক শিল্পাঞ্চল হিসেবে সরকারিখাতে সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' গড়ে তোলা হচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগ ছাড়া বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সবধরনের সেবাপ্রদান করার জন্য বিনিয়োগ বোর্ড কাজ করে থাকে। দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের যাবতীয় তথ্য, নানান ব্যবসায়িক সহায়তা এখান থেকেই নিয়ে থাকে। বিনিয়োগ বোর্ডে কাজের সুবিধার্থে ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে সেমিনার , ওয়ার্কশপ, রোডশো এবং ট্রেডশোর আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগকারী চিহ্নিত করে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হচ্ছে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের উন্নতিকল্পে সরকার অবকাঠামোসহ অন্যান্য নীতিগত সহায়তা প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ কর ছে। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে , সেবার মানও বাড়ছে। ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের মে পর্যন্ত ২৪ হাজার সেবা দিয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কতৃপক্ষ- বিডা। এছাড়া সকল কার্যক্রমের ৯৫ শতাংশ অনলাইনের আওতায় আনা হচ্ছে। এসব উদ্যোগের ফলে আগামীতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে ভূমিক রাখবে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্ভাবনাময়। ১৯৯৩ সাল থেকে বিদেশি বিনিয়োগসহ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৯৬ থেকে '৯৯ পর্যন্ত নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয় ৪২৫টি (বাংলাপিডিয়া)। বর্তমানে যেসব খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেশি ঘটছে সেগুলোর মধ্যে আছে তৈরি পোশাক, বস্ত্রশিল্প, রসায়ন, কাগজ, যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ, মুদ্রণ, প্যাকেজিং, প্লাস্টিকসামগ্রী, ধাতবসামগ্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি। তেল ও গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, সিমেন্ট, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল ও ক্লিনিক এসব খাতেও সাম্প্রতিককালে বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারিতে নানানেতিবাচক খবরের মধ্যেও বাংলাদেশে বেড়েছে বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে ৩৫০ কোটি ১০ লাখ (সাড়ে ৩ বিলিয়ন) ডলারের সরাসরি এফডিআই এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসেছিল ৩২৩ কোটি ৩০ লাখ (৩ দশমিক ২৩ বিলিয়ন) ডলার। অর্থাৎ এক বছরে বিদেশি বিনিয়োগ বে ড়েছে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ। এছাড়া গত অর্থবছরে দেশে নিট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৭৭ কোটি ১০ লাখ ডলার। ফলে এক বছরে নিট বিদেশি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ৩৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায় যে , ২০২০ সালে মোট বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে এসেছে ১৯ দশমিক ৮ শতাংশ , ব্যাংকিং খাতে ১১ দশমিক ৮ শতাংশ, টেক্সটাইলে ১০ দশমিক ৬শতাংশ, টেলিকমিউনিকেশনে ১০ দশমিক ১ শতাংশ, খাদ্যে ১৩ শতাংশ এবং অন্যান্যখাতে ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ। এই এফডিআইয়ের মধ্যে ৩২ দশমিক ৯ শতাংশে মূল পুঁজি , ৬১ দশমিক ১ শতাংশ মুনাফা থেকে পুনরায় বিনিয়ো গ এবং ৬ শতাংশ এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানির ঋণ।

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশিপ পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। বর্তমানে পি পিপি কর্তৃপক্ষের আওতায় ৭৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে , যার বি পরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পিপি পির আওতায় একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরো ৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের ন্যায় অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের উৎপাদন কার্যক্রমও যাতে কাস্টমস্ বন্ডেড ব্যবস্থা র অধীনে আসতে পারে সে লক্ষ্যে বন্ডেড ব্যবস্থা পনাকে অটোমেশনের আওতায় আনায়নের প্র ক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এটি বাস্তবায়িত হলে সকল প্রকার রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ও রপ্তানিতে গতিশীলতা আসবে।

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস,২০২০ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী এজ অব ডুয়িং : বিজনেস গ্লোবাল র্যাং ক-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম।ব্যবসার বিভিন্ন সূচক উন্নয়নে বিশ্বের সর্বোচ্চ ২০ টি সংস্কারকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বাংলাদেশের অবস্থান দুই অঙ্কে অর্থাৎ ১০০ এর নীচে নামিয়ে আনার জন্যে বিডা কাজ করে যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। তাছাড়া, ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম।

মানব উন্নয়ন সূচকের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলা দেশের এখন বিস্ময়কর সাফল্য। সরকার গৃহীত জনকল্যাণমুখী এ উদ্যোগের কারণে অর্থনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে বহুমাত্রিক সম্পর্কের যে ক্রমাগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে তা নির্দেশ করছে সুন্দর আলোকোজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। দেশের উন্নয়নের প্রতিটি খাতে ই বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি , শিক্ষাখাতসহ নানান খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে গবেষণা কাজে পারদর্শী ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

#

৩১.১০.২০২১ পিআইডি ফিচার